দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 18 FEB 2007 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রসঙ্গে

বেসরকারি কলেজের প্রভাষকদের পদোন্নতির কোনো সুষ্ঠু নিয়মনীতি নেই। বর্তমান নিয়মানুযায়ী প্রভাষক পদে ৮ বছর চাকরি করার পর আনুপাতিক হারে ৫ জন প্রভাষকের মধ্যে ২ জন সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। অর্থাৎ শতকরা ৬০ জন প্রভাষক চাকরি জীবনে কখনোই পদোন্নতি পান না। অন্যদিকে, পদোন্নতি না পাওয়া ৬০% প্রভাষক ২০০৪ সাল থেকে উচ্চতর স্কেল ও টাইম স্কেলও পাচ্ছেন না। ফলে ২৫/৩০ বছর চাকরি করেও পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল ও টাইম স্কেল না পেয়ে প্রভাষক পদেই থাকতে হচ্ছে এবং বেতন বাড়ছে না। অর্থাৎ ২৫/৩০ বছর প্রভাষক পদে একই বেতন স্কেলে (গ্রেড-৯) চাকরি করতে হচ্ছে। দ্রব্যমূল্যসহ সবকিছুর দাম বাড়লেও প্রভাষকদের অবসর পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেই বর্তমান নিয়মে।

মেধা ও সিনিয়র হিসেবে প্রভাষকদের পদোন্নতির সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষকদের মান উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষকদের মান উন্নয়ন এবং মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করার জন্য শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা মানসম্মত করা প্রয়োজন। এজন্য পদোন্নতির উন্নত পদ্ধতি [illegible] করা প্রয়োজন। যাতে মেধাবীরা সবাই সহকারী অধ্যাপক হতে পারে। প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির নিয়মের প্রস্তাব নিচে পেশ করা হলো—

(১) যাদের চারটি পরীক্ষায় (এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর) দ্বিতীয় শ্রেণী/ বিভাগ থাকবে তাদের প্রভাষক পদে চাকরিকাল ৮ বছর হলে পদোন্নতি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া। যারা সন্তোষজনক নম্বর পাবে তাদের সবাইকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া।

২) যাদের একটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী/ বিভাগ থাকবে তাদের চাকরিকাল ৭ বছর হলে পদোন্নতির পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া।

৩) অনুরূপভাবে যাদের ২টি, ৩টি ও ৪টি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী/ বিভাগ থাকবে তাদের চাকরিকাল যথাক্রমে ৬ বছর, ৫ বছর ও ৪ বছর হলে পদোন্নতি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকা।

৪) যাদের স্নাতক (পাস) ডিগ্রি আছে তাদের চাকরিকাল ১০ বছর হলে পদোন্নতি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকা।

৫) যাদের পিএইচডি থাকবে তাদের পরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান বা পদোন্নতি।

৬) যাদের শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী আছে তাদের পদোন্নতি না দেয়া। এতে মেধাবীদের মূল্যায়ন হবে।

৭) জাতীয়/ আন্তর্জাতিক জার্নালে যাদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অথবা গবেষণা থিসিস আছে তাদের পদোন্নতি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে প্রতিটি প্রবন্ধ/ থিসিসের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর যোগ করার ব্যবস্থা রাখা। এতে শিক্ষকরা গবেষণায় আগ্রহী হবেন।

৮) বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ/ স্কুল-এর পাঠ্যসূচি অনুসারে একাডেমিক লিখিত প্রতিটি বইয়ের জন্য পদোন্নতি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে নির্দিষ্ট নম্বর যোগ করার ব্যবস্থা রাখা। এতে শিক্ষকরা জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হবে।

৯) অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পদোন্নতি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া।

বেসরকারি কলেজের প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুষ্ঠু নিয়ম করে মেধাভিত্তিতে সবাইকে পদোন্নতির সুযোগ দেয়ার জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও শিক্ষা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কৃষিবিদ ফরহাদ আহাম্মেদ,
প্রভাষক (কৃষিশিক্ষা), শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ,
ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।

FOPAM 86